ভোরের কাগজ

তারিখ 20 JUL 1998
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ৭

শিক্ষাদীক্ষায় মেয়েরা

গত কয়েক বছরে দেশে শিক্ষা বিস্তারে এক উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া জেগেছে। স্কুল-কলেজগামী ছেলেমেয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো আশার কথা যে, শিক্ষার আলোয় দেশ ও জাতিকে উদ্ভাসিত করার এসব আয়োজন ও কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

সারাদেশে এখন প্রাথমিক পর্যায়ে বিপুলসংখ্যক মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। কিছুদিন আগ পর্যন্ত গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর অধিকাংশই মেয়ে সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে নিরুৎসাহী ছিল। বাড়িতে বা মক্তবে কায়দা, সিপারা পড়তে শেখানোর মধ্য দিয়ে বালিকাদের শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটানো হতো। কিন্তু এখন বাবা-মায়েদের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। মেয়ে সন্তানের শিক্ষাকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ও দরকারি মনে করছেন; ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও তারা স্কুলে পাঠাচ্ছেন।

দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় কিছুদিন আগ পর্যন্ত মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পরপর অতি অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হতো। এখন রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ প্রভৃতি জেলায় মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয় শুধু নয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাস করে কলেজে পড়ছে। মফস্বলে কলেজগামী মেয়েদের সংখ্যা লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে অনেক নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেয়েরা দল বেঁধে পায়ে হেঁটে, রিকশা-ভ্যান বা বাস-টেনে চেপে কলেজে যায়।

নারীর স্বাধীনতা, তার ক্ষমতায়ন, তার অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নারীর শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষাই প্রথম ও প্রধান ধাপ। তৃণমূল পর্যায়ে, গ্রামের কৃষক পরিবারগুলোতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা এখন পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি বটে, তবে কিছু পরিমাণ শিক্ষার দ্বারা যে গৃহকর্মে, সন্তান পালনে, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মেয়েরা উপকৃত হতে পারে এ ব্যাপারে এখন আর কোনো ভিন্নমত নেই। অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদির অভিশাপ ও অন্ধকার থেকে পল্লী অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নিশ্চয়ই এবার বেরিয়ে আসতে পারবে, কেননা সেখানে মেয়েরা শিক্ষিত হতে শুরু করেছে। একজন মেয়ে শিক্ষিত হওয়া শুধু একটি ব্যক্তির শিক্ষিত হওয়া নয় বরং ঐ মেয়েটি যখন মা হবে তখন সে শিক্ষিত মা হিসেবে একটি সমগ্র পরিবারকে আলোকিত করবে।

আমরা মনে করি, গ্রামেগঞ্জে শিক্ষা-বিস্তার আন্দোলনে মেয়েদের এই ব্যাপক অংশগ্রহণ সবচেয়ে লক্ষণীয় একটি বিষয়। এটাকে সবদিক থেকে উৎসাহিত করতে হবে।

মেয়েদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে যাতে শিক্ষিত মেয়েরা বেকারত্বের বিড়ম্বনার শিকার না হয়। শিক্ষাবিস্তারের এই পর্বে বেসরকারি উদ্যোগ এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে। একইভাবে শিক্ষিত মেয়েদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রয়োজন।